بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহে আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউ.কে.) হতে প্রদত্ত ২৩ আগষ্ট ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীরে স্মৃতিচারণে আজ আমি যেসব সাহাবীর কথা বলব, তাদের মাঝে একজনের নাম হলো হযরত আসেম বিন আদী (রাঃ)। হযরত আসেম ছিলেন হযরত মাআন বিন আদীর ভাই। হযরত আসেম মাঝারি উচ্চতার মানুষ ছিলেন এবং চুলে মেহেদী লাগাতেন। বদর অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সাঃ) হযরত আসেম বিন আদীকে কুবা এবং মদিনার উঁচু অংশ অর্থাৎ **'আলিয়া"**র আমীর নিযুক্ত করেন। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, রওহা নামক স্থান থেকে মহানবী (সাঃ) হযরত আসেমকে মদিনার উঁচু অংশ অর্থাৎ **'আলিয়া'**-র আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেও তাকে বদরের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার জন্য মালে গনিমতে(বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) অংশও নির্ধারণ করেন। হযরত আসেম উহুদ এবং খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মুআবিয়ার শাসনামলে হযরত আসেম ৪৫ হিজরী সনে মদিনায় মৃত্যু বরণ করেন, আর তখন তার বয়স ছিল ১১৫ বছর। কারো কারো মতে তিনি ১২০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

মহানবী (সাঃ) যখন সাহাবীদেরকে তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দেন তখন তিনি (সাঃ) ধনীদেরকে খোদার পথে ধনসম্পদ এবং বাহন সরবরাহ করার আহ্বানও জানান। এতে বিভিন্ন মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে। এ সময়েই হযরত আবু বকর নিজ ঘরের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে আসেন যা প্রায় চার হাজার দিরহাম ছিল। মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি না? তিনি উত্তরে বলেন, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রাঃ) নিজ ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। মহানবী (সাঃ) হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি? তিনি উত্তরে বলেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ একশত উকিয়া প্রদান করেন (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হয়ে থাকে)। তিনি (সাঃ) বলেন, উসমান বিন আফফান এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের মালিক, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে। এ উপলক্ষ্যে মহিলারাও নিজেদের অলঙ্কারাদি দান করে। এ উপলক্ষ্যেই হযরত আসেম বিন আদী, যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে, তিনি ৭০ ওয়াসাক খেজুর দান করেন। এক ওয়াসাক-এ ষাট সা' হয়ে থাকে আর এক সা' হচ্ছে প্রায় আড়াই সের বা কিলো। এদিক থেকে খেজুরের মোট ওজন হয় ২৬২ মণ। পাকিস্তানে এক মণ-এ চল্লিশ সের হয় অথবা উনচল্লিশ বা আটত্রিশ কিলো হয়ে থাকে। যাহোক হযরত আসেমও এই উপলক্ষ্যে তার কাছে যে খেজুর ছিল তা দান করেন এবং বহুল পরিমাণে দান করেন।

হযরত আসেম বিন আদী সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সাঃ) মসজিদে যিরার ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) সাহাবীদিগকে মসজিদে যিরার ভেঙে ফেলার ও আগুন লাগিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদ অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যখন মসজিদ ভাঙ্গা হয় ও আগুন লাগানো হয়, তখন এই মসজিদের নির্মাতারা সেখানে উপস্থিত ছিল কিন্তু আগুন লাগানোর পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ) মসজিদের এই জায়গাটি আসেম বিন আদীকে প্রদান করতে চান। কিন্তু আসেম বিন আদী বলেন, আমার ঘরও আছে আর আমি দ্বিধাদ্বন্দেও রয়েছি, তাই ক্ষমা চাচ্ছি আর এটি সাবেত বিন আকরামকে প্রদান করা উত্তম হবে। কারণ তার ঘর নেই এবং তিনি এখানে নিজের ঘর বানাতে পারবেন। অতএব মসজিদে যিরারের যে জায়গা ছিল তা মহানবী (সাঃ) সাবেত বিন আকরামকে প্রদান করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ও একবার দিল্লী সফরে যান, তখন দিল্লীর জামে মসজিদ দেখে তিনি (আঃ) বলেন, খুবই সুন্দর এক মসজিদ, তবে মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য অট্টালিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং সেই নামাযীদের সাথে, যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে। মহানবী (সাঃ) এর যুগে জগৎ-পূজারীরাও একটি মসজিদ বানিয়েছিল, তা খোদার নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়। মসজিদ সম্পর্কে নির্দেশ হলো- তা যেন তাকওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়।

অতএব, এটি হলো মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বর্তমানে মুসলমানদের একটি শ্রেণির মাঝে মসজিদ আবাদ করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আগ্রহ বা মনোযোগও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের পর সৃষ্টি হয়েছে। কোন সুযোগ যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, উদ্দীপনা বা সাহস যদি সৃষ্টি হয়েও থাকে অথবা ইবাদতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েও থাকে কিংবা বাহ্যিক ইবাদতের প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েও থাকে, তবে তাও তাঁর দাবির পরই হয়েছে। খুবই সুন্দর মসজিদ তারা নির্মাণ করে এবং গুরুত্বের সাথে মসজিদ বানানোর পাশাপাশি সম্প্রতি বিশেষ করে পাকিস্তান ও অন্যান্য কতিপয় দেশে কিছু সংখ্যক লোক এটিকে আবাদ করার প্রতিও দৃষ্টি দিচ্ছে। কিন্তু এসব মসজিদ তাকওয়া-শূন্য। আল্লাহতা'লা মসজিদে যিরার ধ্বংস করে দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন

এর পরবর্তী আয়াতে এটিও খুবই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সেটিই প্রকৃত মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অ-আহমদী আলেমরা মনে করে যে, মসজিদে দাঁড়িয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা আর তাঁর সম্বন্ধে নোংরা ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করা ও জামাতকে গালি দেয়াই হলো তাকওয়া। আর শুধু তাই নয় বরং প্রতিনিয়তই এমনসব ঘটনা দেখা যায় যে, এসব মসজিদের ইমামত ও বিভিন্ন দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের কারণে তাদের নিজেদের মাঝেও গালিগালাজ ও বিবাদ চলতে থাকে। এখন তো অধিকাংশ ঘটনাই ভাইরাল হয়ে যায় অর্থাৎ দেখা যায়, মসজিদে দাঙ্গা-ফাসাদ হচ্ছে এবং একে অপরকে গালিগালাজ করছে। সুতরাং এসব বিষয়ের মাধ্যমে এটিই সুস্পষ্ট হয় যে, এদের মাঝে তাকওয়ার ঘাটতি রয়েছে এবং তাদের মসজিদ গুলোতে মসজিদের প্রকৃত প্রাপ্য প্রদান করা হচ্ছে না। তাদের কর্মকাণ্ড থেকে আহমদীদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যেন আমাদের মসজিদগুলো তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখেই আমরা যেন এসব মসজিদ আবাদ করার জন্য আসি। অতএব, এটিই হলো প্রকৃত সত্য বিষয়, যদি এটি বজায় থাকে এবং যতদিন এটি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ্তা'লা ততদিনই আমরা আল্লাহ্তা'লার কল্যাণরাজির ওয়ারিস হতে থাকবো।

"লামান হারাবাল্লাহা" প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেন, এতে আবু আমেরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে খ্রিষ্টান ছিল। তার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাঝে একটি ষড়যন্ত্র ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি এই মসজিদে একবার নামায পড়েন তাহলে কিছু মুসলমান এদিকেও আসবে আর এভাবে মুসলমানদের জামাতকে আমি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলব।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আমর বিন অউফ। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন আর ইবনে সা'দের মতে তিনি ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। হযরত আমর বিন অওফ বদর, উহুদ ও পরিখার পাশাপাশি অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন হযরত উমরে'র খেলাফতকালে। আর হযরত ওমর তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মাআন বিন আদী। হযরত মাআন আনসারদের বনু আমর বিন অওফ গোত্রের মিত্র ছিলেন। হযরত মাআন সত্তর জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই আরবীতে লিখতে জানতেন, হযরত মাআন বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

হযরত উমর বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি হযরত আবুবকর'কে বললাম, আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই আনসারদের কাছে চলুন। অতএব আমাদের যাত্রাপথে আর তাদের মাঝে দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যারা বদরে'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি উরওয়া বিন যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা ছিলেন যথাক্রমে হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা এবং হযরত মাআন বিন আদী।

এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফের ঐ ঘরে অপেক্ষা করছিলেন, যেটি মিনায় অবস্থিত আর তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাবের কাছে গিয়েছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ তার কাছে ফিরে এসে বলেন, হায়! তুমিও যদি সেই ব্যক্তিকে দেখতে, যে আজ আমীরুল মু'মিনিনের কাছে আসে এবং বলে, হে আমীরুল মু'মিনিন! আপনি কি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, যে বলে যে, উমর মারা গেলে আমি অমুকে'র হাতে বয়আত করব। এরপর সেই ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র কসম! আবু বকরের হাতে বয়আত তো এমনিতেই তাড়াহুড়োয় হয়ে গেছে। এ কথা শুনে হযরত উমর দুঃখভারাক্রান্ত হন এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্তা'লা চাইলে আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষের সামনে দণ্ডায়মান হব এবং তাদেরকে সেসব লোকের বিষয়ে সতর্ক করব যারা তাদের বিষয়কে জোর করে নিজেদের হাতে নিতে চায়। অতএব একদিন, হযরত উমর (রাঃ) মিম্বরে বসেন। মুয়াযযিন আযান শেষ করলে তিনি দণ্ডায়মান হন আর আল্লাহ্র সেই প্রশংসা করেন, যার তিনি যোগ্য। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলতে যাচ্ছি যা আমার জন্য বলা অবধারিত ছিল। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বলে, আবুবকর (রাঃ) তো এমনিতেই খিলাফত পেয়ে গেছেন। সেই ব্যক্তি আমার সম্বন্ধেও বলেছে যে, খোদার কসম! উমর যদি মারা যায় তবে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বয়আত করবো। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার বশবর্তী হয়ে যেন এ কথা না বলে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ বিষয়টি আমি স্পষ্ট করছি, হযরত উমর (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার বশবর্তী হয়ে যেন এ কথা না বলে যে, আবুবকর (রাঃ) এর বয়আত এমনিতেই হাঙ্গামী পরিস্থিতিতে ভুলে হয়ে গিয়েছিল আর এভাবে তিনি খলীফা হয়ে যান। শোন! এটি সঠিক যে, সেই বয়আত এভাবেই হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্তা'লা তাড়াহুড়োর বয়আতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। তা তাড়াহুড়োর অবস্থায় হয়ে থাকলে হয়ে থাকবে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এর ক্ষতি থেকে আল্লাহ্তা'লা রক্ষা করেছেন। আর তোমাদের মাঝে আবু বকর (রাঃ) এর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কোন ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ করে তার হাতে যেন বয়আত করা না হয় এবং সেই ব্যক্তিরও (হাতে যেন বয়আত না করা হয়) যে কিনা তার হাতে বয়আত করেছে। এরপর হযরত উমর (রাঃ) প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন যে, সত্যিকার অর্থে আমাদের ঘটনা মূলত এটি হয়েছিল যে আল্লাহ্তা'লা যখন মহানবী (সাঃ) কে মৃত্যু দেন তখন আনসারগণ আমাদের বিরোধী হয়ে যায় এবং আমরা সবাই **"সাকীফা বনূ সায়েদা"** -য় একত্রিত হই। আমি আবুবকর (রাঃ) কে বললাম, হে আবুবকর (রাঃ)! চলুন, আমরা আনসার ভাইদের

নিকট যাই। পথিমধ্যে, তাদের মধ্যকার দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে আমারে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, হে মুহাজেরদের দল! তোমরা কোথায় যেতে চাচ্ছ? আমরা বললাম, আমরা সেসব আনসার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই। তখন সেই দু'জন (অর্থাৎ যাদের সাথে পথে দেখা হয়েছিল, যাদের মাঝে হযরত মাআন বিন আদীও ছিলেন) তারা বলেন, কোন অবস্থাতেই সেখানে যেও না। তোমরা যা পরামর্শ করতে চাও, নিজেরাই করে নাও। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাবো আর আমরা এটি বলে রওয়ানা হই আর বনু সায়েদার শামিয়ানায় তাদের কাছে পৌঁছি। সেখানে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে আনসারদের একটি দীর্ঘ বিতর্ক হয়, আর যে আলোচনা হয়েছিল তা খিলাফতের নির্বাচন সম্বন্ধে ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যার কিছুটা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এখন আমি তা উপস্থাপন করছি। সেই সাকীফা বনু সায়েদার ঘটনা যেখানে আনসাররা বসেছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালে সাহাবীরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল এটি মনে করল যে, নবীদের ইচ্ছাকে যেহেতু তাদের পরিবার ও বংশধরগণই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তাই মহানবী (সাঃ) এর বংশের মধ্য থেকেই কেউ মনোনীত হওয়া উচিত। কিন্তু, দ্বিতীয় যে দলটি ছিল তারা ভাবল যে,এর জন্য কারো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পরিবারভুক্ত হওয়ার শর্তটি থাকা আবশ্যক নয়। উদ্দেশ্য হলো মহানবী (সাঃ) এর একজন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হওয়া তাই যিনি এর সবচেয়ে যোগ্য, তার উপরই এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত। এই দ্বিতীয় দলের আবার দু'টো ভাগ হয়ে যায়; এক দলের মত ছিল– যারা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর (সাঃ) শিক্ষাধীন ছিলেন, তারা এর যোগ্য; অর্থাৎ মুহাজেরগণ, আর তাদের মধ্য থেকেও কেবল কুরাইশ বংশোদ্ভূত কেউ, যার কথা মানার জন্য আরব প্রস্তুত হতে পারে। আর কতক ভাবল যে, যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যু মদিনায় হয়েছে এবং মদিনায় আনসারদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তাই তারাই এই দায়িত্ব উত্তমরূপে পরিচালনা করতে পারবেন। তিনি (রাঃ) লিখেন, এই দ্বিমত নিয়ে অন্যরা সবেমাত্র চিন্তা শুরু করেছে এবং তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন-ই-নি, এমন সময় শেষোক্ত দলটি, যারা আনসারদের পক্ষে ছিল, বনু সায়েদার এক বারান্দায় একত্রিত হয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ শুরু করে দেয়; আর সাদ বিন উবাদা, যিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন এবং নকীবদের একজন ছিলেন, তার ব্যাপারে সবাই বলতে আরম্ভ করে যে, তাকে খলীফা মনোনীত করা হোক। এই পরামর্শ সভার পর মুহাজেরগণ যখন এ সম্বন্ধে জানতে পারেন তখন তারা দ্রুত সেখানে পৌঁছেন। কেননা তারা এ কথা জানতেন যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা না হলে আরবরা তার আনুগত্য করবে না আর এটি কেবল মদিনার বিষয় নয় বরং পুরো আরবের বিষয়।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তাদের মাঝে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তখন আমি অনেক বড় একটি বিষয় চিন্তা করে রেখেছিলাম আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি সেখানে গিয়েই এমন একটি বক্তৃতা দেবো, যা শুনে সকল আনসার আমার যুক্তি মেনে নিবে আর তারা এই কথা বলতে বাধ্য হবে যে, আনসারদের পরিবর্তে মুহাজেরদের মাঝ থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করা হোক। কিন্তু আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু খোদার কসম আমি যত কথা ভেবেছিলাম হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই সমস্ত কথা বলে দেন বরং এছাড়াও নিজের পক্ষ থেকে তিনি বেশ কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আমি বুঝতে পারলাম যে,আমি হযরত আবু বকরের মোকাবেলা করার সামর্থই রাখি না। হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর এই হাদীসটিও উপস্থাপন করেন যে, **"আল আইম্মাতু মিন কুরাঈশ"** তখন হুব্বাব বিন মুনযের খাযরাজী দ্বিমত পোষণ করে বলেন, আমরা এই কথা মানি না যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকে খলীফা হওয়া উচিত। তবে আপনারা যদি কোনভাবেই একমত না হন এবং এই কথার উপর আপনারা যদি জোর দেন তাহলে একজন আমীর হোক আপনাদের মাঝ থেকে আর একজন হোক আমাদের মধ্য থেকে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, ভেবেচিন্তে কথা বল। তুমি কি জানো না যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, একই সময়ে দু'জন আমীর হওয়া কোনভাবে বৈধ নয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কিছু তর্ক-বিতর্কের পর হযরত আবু উবায়দা দণ্ডায়মান হন এবং তিনি আনসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা সেই প্রথম জাতি, যারা মক্কার বাহিরে ঈমান এনেছে। এখন **মহানবী (সাঃ)এর ইন্তেকালের পরে তোমরা সেই প্রথম জাতিতে পরিণত হয়ো না, যারা ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে যাবে।** তিনি বলেন, সকল প্রকৃতির মানুষের ওপর এই বক্তব্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, বশীর বিন সাদ খাযরাজী উঠে দাঁড়ান এবং স্বজাতির উদ্দেশ্যে বলেন, তারা সত্য কথা বলেছেন, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যে সেবা করেছি এবং তাঁকে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছি, তা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে করি নি আর এ কারণেও করি নি যে, তাঁর পর আমরা রাজত্ব লাভ করব। বরং আমরা খোদাতা'লার খাতিরে করেছিলাম। এতে আরো কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে আধা বা পৌনে এক ঘন্টা পর মানুষ একথার পক্ষে মত দিতে থাকেযে, মুহাজেরদের মধ্য থেকেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা উচিত। সুতরাং এই পদের জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) স্বয়ং হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু উভয়েই অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যাকে মহানবী (সাঃ) স্বীয় অসুস্থতার সময় নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন এবং যিনি সকল মুহাজেরদের মাঝে উত্তম আমরা তাঁর হাতেই বয়আত করব।

অতএব একথার পর হযরত আবুবকরের (রাঃ) হাতে বয়আত করা আরম্ভ হয়। প্রথমে হযরত উমর (রাঃ) বয়আত করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা বয়আত করেন। এরপর বশীর বিন সাদ খাযরাজি বয়আত করেন। আর এরপর অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা বয়আত করে। সুতরাং অল্পক্ষণের ভেতর সাদ ও হযরত আলী ব্যতীত সবাই বয়আত করে নেয়। হযরত আলী (রাঃ) কিছুদিন পর বয়আত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন দিন

উল্লেখ হয়েছে আর কোন কোন রেওয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, ছয় মাস পরে তিনি বয়আত করেছিলেন। ছয় মাসের উল্লেখ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ফাতেমার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি হযরত আবুবকরের হাতে বয়াত করতে পারেন নি, আর যখন তিনি বয়আত করতে আসেন, তখন এই বলে ক্ষমাও চান যে, ফাতেমা যেহেতু অসুস্থ ছিলেন,তাই আমার বয়াত করতে বিলম্ব হয়েছে।

হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌তা'লা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে মৃত্যু দেন তখন মানুষ মহানবী (সাঃ)এর জন্য কাঁদতে থাকে এবং তারা বলতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (সাঃ)এর পূর্বেই আমরা মারা যাওয়া পছন্দ করতাম। আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর (সাঃ)এর পর কোথাও আবার আমরা ফিতনায় না নিপতিত হই। হযরত মাআন, অর্থাৎ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন আকাঙ্ক্ষা করতাম না। মানুষ এটি বলছিল যে, আমরা যদি পূর্বে মৃত্যু বরণ করতাম ভাল হতো, কিন্তু হযরত মাআন বলেন, না, আমি এটি চাইতাম না যে, আমি মহানবী (সাঃ) এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করব আর তা এই জন্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরও সেভাবে তাঁর (সাঃ) সত্যায়ন না করতে পারছি যেভাবে মহানবী (সাঃ)এর জীবদ্দশায় আমি তাঁর (সাঃ) সত্যায়ন করেছি। অর্থাৎ যেভাবে আমি তাঁকে নবী মেনেছি অনুরূপভাবে তাঁর (সাঃ) মৃত্যুর পরও এই বিষয়ের সত্যায়ন না করব যে, খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাপনার যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি (সাঃ) করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে এবং মুনাফিক ও মুরতাদদের ফাঁদে পা দেয়া যাবে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সুতরাং এটি হলো ঈমানের সেই মানদণ্ড, যা প্রত্যেক আহমদীর নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের মনে হযরত মা'আন, হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ দুইশত অশ্বারোহীর সাথে হযরত মাআনকে অগ্রবাহীনি হিসেবে ইয়ামামায়প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের সাথে হযরত মাআনের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খেলাফতকালে ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন।

সকল আহমদীকেও আল্লাহ্‌তা'লা নবুওয়তের পদমর্যাদা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক স্থাপনেরও তৌফিক দিন।

জরুরী ঘোষণা

খুতবা সানিয়ায় এ ঘোষণাটি পড়ে শুনানোর জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করছি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

আপনারা জানেন যে, গতকাল থেকে **'সত্যের সন্ধানে'** প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার হুযুর (আইঃ)এর খুৎবা বিকাল সাড়ে ৫ টায় শুরু হবে। হুযুর (আইঃ) এর খুৎবার পর অর্থাৎ রাত্রি ৮ টা থেকে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত এবং আগামী ৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ রোজ শনি ও রবিবার রাত্রি সাড়ে ৭ টা থেকে রাত্রি সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত **'সত্যের সন্ধানে'** অনুষ্ঠান সম্প্রচার হবে। এবার লণ্ডন ও বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারন করা হচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেখ মহম্মদ আলী
জেলা মোবাল্লেগ ইনচার্জ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
23 August 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org